ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২......

নভে. ০৭ ২০০২

চিতলমারীতে ছাত্র হত্যায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড

শওকত আলী বাবু, বাগেরহাট প্রতিনিধি : জেলার চিতলমারীতে কিশোর স্কুলছাত্র রথীন্দ্রনাথ রায়ের করুণ মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের হাতে আটক প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুকে স্কুল পরিচালনা কমিটি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। গত বুধবার সকালে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি প্রমথ কির্তনীয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রথীনের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নানা গুঞ্জন চলছে।

এদিকে চরডাকাতিয়া স্কুলে গত বৃহস্পতিবার রথীন্দ্রনাথ স্মৃতি পরিষদের আহ্বায়ক রথীনের সহপাঠী সঞ্জীব বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় মৃত্যুর জন্য প্রধান শিক্ষককে অভিযুক্ত করে তার বিচার দাবি করা হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর সঞ্জীব বসুকে আহ্বায়ক করে রথীনের সহপাঠী প্রতুল বাড়ৈ, বিজয় হালদার, বিনতা বিশ্বাস, বর্ণালী বালা ও সমাপ্তি বালাকে নিয়ে রথীন স্মৃতি পরিষদ গঠনের পর তারা ৭ দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করে। বুধবার সন্ধ্যায় রথীনের লাশ স্কুলে নিয়ে আসলে সেখানে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে সহপাঠীরা রথীন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর জন্য প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুকে দায়ীসহ থানা কর্তৃপক্ষকে মামলা না নেওয়ার জন্য দোষারোপ করে। তারা অভিযোগ করে যে, ওইদিন থানায় এক স্থানীয় বিএনপি নেতার উপস্থিতির কারণে থানা কর্তৃপক্ষ তাদের দায়েরকৃত মামলা গ্রহণ না করে রথীন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুকে শুধুমাত্র অপমৃত্যু মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করে।

অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুর পুত্র চিন্ময় মধু বলেন, আমার পিতার সঙ্গে এলাকায় কয়েকজনের গ্রাম্য শত্রুতা চলছে। নকলের জন্য রথীনকে পিটানো হয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু তার ৪ দিন পর শ্রেণীকক্ষে তার মৃতদেহ পাওয়া এবং এ মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে ওই কুচক্রী মহল জড়িত থেকে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পাঁয়তারা করছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার চরডাকাতিয়া স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষ থেকে রথীন্দ্রনাথ রায়ের লাশ পুলিশ উদ্ধার করে।